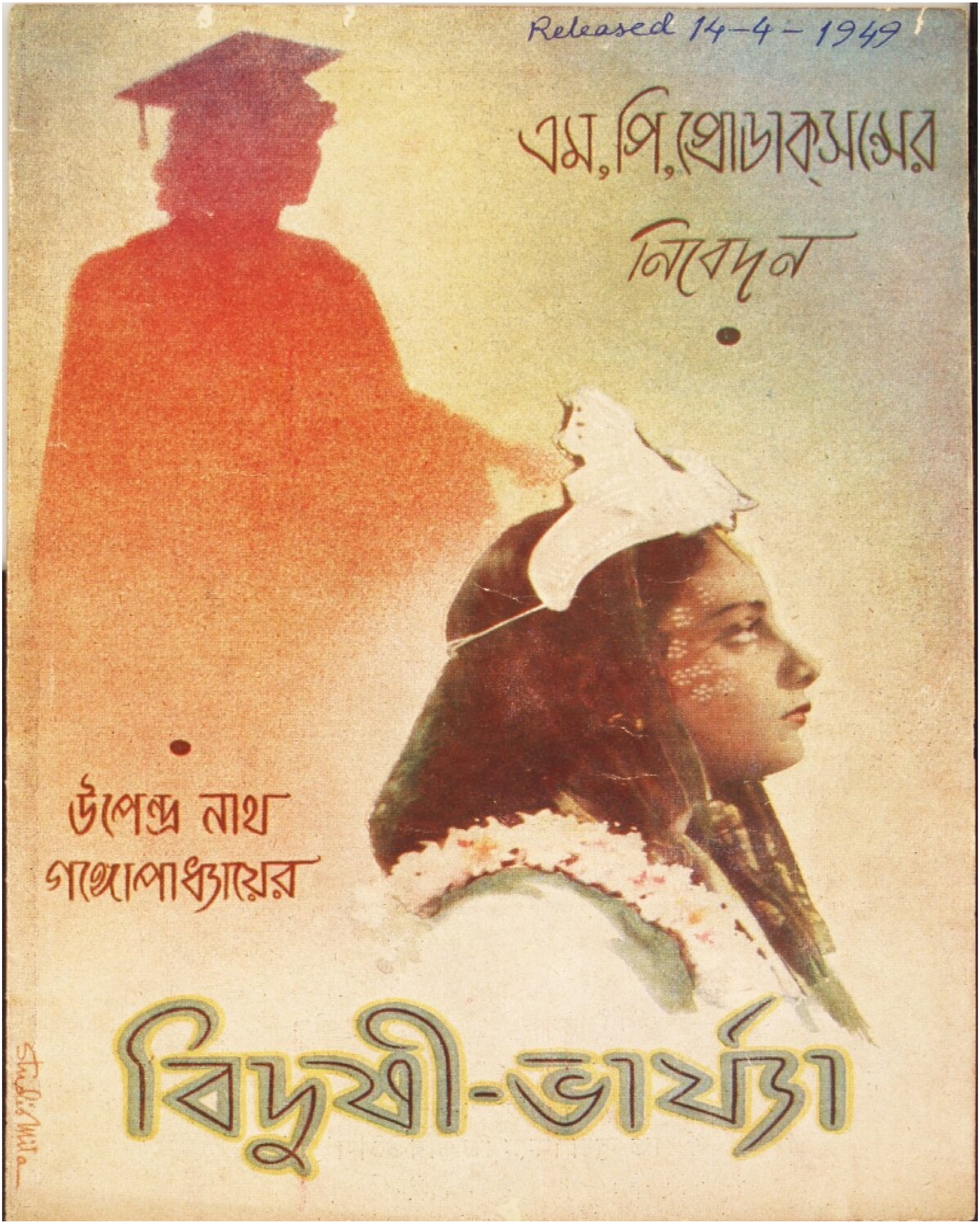
Released 14-4-1949
এম, পি, প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
উপেন্দ্র নাথ
গঙ্গোপাধ্যায়ের
বিদুষী-ভার্য্যা

এম. পি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

বিন্দুর ছেলে

কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—নরেশ মিত্র

সহযোগী পরিচালক—প্রভাত মিত্র

গীতিকার—শৈলেন রায়

সুরশিল্পী—রবীন চট্টোপাধ্যায়

•

চিত্রশিল্পী—বিভূতি লাহা

শব্দযন্ত্রী—যতীন দত্ত

কর্ম্মসচিব—বিমল ঘোষ

সম্পাদক—কমল গাঙ্গুলী

শিল্প নির্দ্দেশক—সত্যেন রায় চৌধুরী

ব্যবস্থাপক—অমর ঘোষ

•

—সহকারীগণ—

পরিচালনায়—দেবাংশু মুখার্জ্জী

চিত্রগ্রহণে—বিজয় ঘোষ, শরদিন্দু ব্যানার্জ্জী

শব্দ ধারণে—তরণী রায়, অনিল তালুকদার

ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ পাল, পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী

কারুশিল্পে—গৌর পোদ্দার

আলোক সম্পাতে—সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামসিং

রূপসজ্জায়—বসির, মুন্সি, রমেশ

সঙ্গীত পরিচালনায়—উমাপতি শীল

•

চিত্র পরিস্ফুটন—ফিল্ম সার্ভিসেস্ লেবরেটরী

যন্ত্র ব্যঞ্জনা—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

স্থির চিত্রগ্রহণ—ষ্টীল ফটো সার্ভিস্

•

—কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত—

•

—পরিবেশন—

ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

রূপায়ণে

মলয়া সরকার
কবিতা সরকার
পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেশ মিত্র
প্রভা
সুহাসিনী
সন্ধ্যা
লীলা
তারা ভাদুড়ী
নিরুপমা
যমুনা
শিবশঙ্কর সেন
রবি রায়
তুলসী চক্রবর্ত্তী
কুমার মিত্র
পুরু মল্লিক
শিশির বটব্যাল
ফণি বিদ্যাবিনোদ
ম্যালকম
কালী গুহ
সন্তোষ দাস
আদিত্য ঘোষ
মধুসূদন চ্যাটার্জ্জী
গোপাল দে
শিবু
নকুল
এবং আরও অনেকে

গল্পাংশ

তিন তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করা জমিদারপুত্র দিবাকরের বড়ো ভয় বিদুষী মেয়েদের। ভয়টা অবশ্য তাদের দেখে নয়, তাদের বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে আসার। তাই যখন ছোটো ভাই নিশাকর একটি ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এলো, তখন সে একাহারাবে দিদির বাড়ী গিয়ে প্রাণ বাঁচায়!......কিন্তু বিধাতা-পুরুষ বোধ হয় অলক্ষ্যে ব'সে হেসেছিলেন। দিদির বাড়ীতে 'প্রবাসী সম্মেলনে' ভগ্নীপতির এম, এ, পাশ ছাত্রী যূথিকার গানের সঙ্গে দৈবক্রমে তাঁকেই সেতার বাজাতে হ'লো। আর সেই সঙ্গে তাঁর মনের সেতারও বেজে উঠলো প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। নিজের অজ্ঞাতেই সে হৃদয়-দান ক'রে বসলো। দিদির মুখে পরে শুনতে পেল, যূথিকার সঙ্গেই তাঁরা দিবাকরের বিয়ের সম্বন্ধ ক'রছেন।—অবশ্য যূথিকার দেহ সৌষ্ঠব ও সুকণ্ঠ ছাড়া দিবাকরের পাশে দাঁড়াবার মতো আর কোনো যোগ্যতাই নেই। লেখাপড়ার দিকটা একটু ক্ষমা ক'রে নিতে হ'বে—এই অবক্ষয়তার দিনে মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো তো সহজ কথা নয়!—ইত্যাদি। দিবাকরের পক্ষে এর চেয়ে শুভ-সংবাদ আর কী হ'তে পারে? যেমনটি সে চেয়েছে যূথিকা ঠিক তেমনটিই। নিশাকরের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে ফেললো যূথিকাকে।

কিন্তু সব প্রকাশ হ'য়ে পড়লো নতুন বৌ নিয়ে ফেরবার পরে ট্রেনে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। যূথিকার এম, এ, পাশ জানতে পেরে দিবাকরের মন-ক্ষোভে ধিক্কারে ভ'রে ওঠে। যূথিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কেন সে একথা বিয়ের আগে প্রকাশ করে নি'। যূথিকা জবাব দেয়—'পাছে তোমায় না পাই, সেই ভয়ে!'

মনসাগাছার পরিবেষ্টনীতে যূথিকা তাঁর বধূ-জীবনের সবখানিই পায়, পায় না শুধু স্বামীর সহজ সরল প্রাণ-খোলা ব্যবহার। সে বারবার দিবাকরকে জানায়—অতি তুচ্ছ তাঁর এম, এ, পাশের ডিগ্রী তাদের ভালোবাসার কাছে। কিন্তু সব স্বপ্ন তার ভেঙে যায়...অশিক্ষিতা মনে ক'রে দিবাকর একদিন যে ভালোবাসা তাঁকে দিয়েছিল, আজ তাকে বিদুষী জেনে দিবাকরের সে উচ্ছ্বাস আর নেই। দিবাকরের দৃঢ় বিশ্বাস যূথিকার কাছে সে সব বিষয়েই ছোটো; এ কথা সে আরো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে তাঁর সঙ্গে আর তাঁর বন্ধু এম. এ., পি. এইচ. ডি. উপাধিধারী নিশীথদা'র সঙ্গে যূথিকার কথাবার্তার তারতম্যে...এ যেন তাঁর বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে চাওয়া!

যূথিকা কিন্তু বিদুষী স্ত্রী হ'য়ে থাকার চাইতে মনসাগাছার অভিজাত-সম্পন্ন আদর্শ জমিদার বাড়ীর কুলবধূ হ'য়ে থাকাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করলো। কুলদেবতা গোবিন্দজীর সেবায় যখন সে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ ক'রেছে, তখনই তার কানে এলো দিবাকরের কালো-মানিক প্রীতির কথা...কালো মানিক গ্রামেরই এক শ্যামবর্ণা অশিক্ষিতা কিশোরী—নাম তাঁর নিবানী। দিবাকর কী উদ্দেশ্যে তাঁকে পড়াবার ভার সানন্দে গ্রহণ করলো তা', সেই জানে...কিন্তু গ্রামের মাতব্বর ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও তাঁর দলবল একথা নিয়ে কানাঘুষা ক'রতে লাগলো। তিক্ততার মধ্যে দিয়ে যূথিকারও তা' কানে এসে পৌঁছুলো। বিদুষী হ'লেও সে নারী, মন তাঁর অভিমানে ভেঙে পড়লো। একদিন সে স্বামীর মন পাবার আশায় তাঁর সকল বিদ্যার গৌরব গোপনে গোবিন্দজী'র চরণে বিসর্জন দিয়েছিল; আজ তাই স্বামীকে স্বেচ্ছায় নিবানীর সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়ে মনসাগাছা থেকে চির-বিদায় নিলো বিদুষী ভার্য্যা।

কিন্তু যে ভুলের ফলে এই বঞ্চনা—তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কী সে একাই ক'রবে? গুণ যাঁর কাল হ'লো সে পতিব্রতার অনুপম ত্যাগের মহিমা কী চিরকাল দিবাকরের অগোচরেই থেকে যাবে? এর-ই জবাবে ছবিখানির পরিণতি উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

সঙ্গীত

(১)

আজিকে বসন্ত এলো—
পাখী বলে মোর গান গাই গো,
ফুল বলে আঁখ মেলি তাই গো,
আজিকে বসন্ত এলো—
মন বলে আমি দিশাহারা যে,
হে ফাগুন তুমি দিলে সাড়া যে,
তোমারি গানের আগুনে
আমারে জ্বালাতে আমি চাই গো।

আজিকে বসন্ত এলো—
পুরাণো দিনেরে চাই ভুলিতে—
ঝরা পাতা যাক্ ঝরে ধুলিতে,
ভুল হোক তবু এই ভুল গো,
মোর মনে ফোট'লো যে ফুল গো,
বুকে মোর রক্ত নাচে
মোর মাঝে আমি আর নাই গো।

(২)

পরাণের মাঝে পিয়ার বসতি, তবু হিয়া মোর জ্বলে,
আমি নয়নের জলে পারিনা নিভাতে হৃদয়ের অনলে।
আমারে জ্বালো—
সেই ভালো বঁধু আমারে জ্বালো,
ওগো ও নিঠুর, ওগো ও মধুর
তীব্র দহনে আমারে জ্বালো।
তোমারে যা দিতে ব্যথা লাগে চিতে,
(সেই) আমার আমিরে জ্বালো জ্বালো।

পরাণ ভরিয়া অনুতাপ দাও আঁখি ভরে দাও জলে,
যেন দুখের সায়রে অমলিন প্রেম ফোটে সহস্র দলে।
(জানি) অশনির ভয়ে ভোলেনা চাতকী
স্নিগ্ধ শ্যামল মেঘে,
(আর) প্রেমের গরবে ব্যথা পেয়ে রাই
ব্যথা ভুলে রবে জেগে,
আমার সবার চেয়ে যে বড় সত্য তুমি তাই—তুমি তাই,
(আজি) হৃদয়ের জ্বালা মালায় গাঁথিয়া,
তোমারে পরাবে রাই।

(৩)

হারিয়ে যাবার দল যে ওরা চলে যাওয়ার দল,
বাঁধন ছেঁড়া দিনগুলি মোর হায়—
রাঙিয়ে যাবার ছলে ওরা কাঁদিয়ে যেতে চায়।
দু'হাত ভরে যতই তুলি
শুধুই ওরা হয় যে ধূলি,
ফুলের বুকে শিশির ওরা, ছোঁয়ার আগে হ'য়
ধুলায় মিশে যায়।

ওরা আমার স্বপন পাখী যেন—
ধরতে গেলে হৃদয় শুধু হার মানে,
অস্তরাগের বাঁশীর সুরে সূর্য্যধেনু ফিরে—
আকাশ তারে বাঁধতে নাহি জানে।
যে দিন আমার হোল মিছে,
হৃদয় ঘোরে তারি পিছে,
পাবার যা নয় তারি লাগি আকুল তিয়াষায়
পরাণ শুধু ধায়।

(৪)

ভালো লাগে নুপুরের রুমঝুম,
পলাশের রাঙা ঠোঁটে কুমকুম,
আকাশের আঙ্গিনায়, তারাফুল ফোটে হায়,
চেয়ে চেয়ে চোখে মোর নেই ঘুম।
ভালো লাগে ফুলে ফুলে হাসি গো,
আরো ভালো ভেসে আসা বাঁশী গো,
যেখানে মাঠের শেষে, সবুজ সুনীলে মেশে,
আরো ভালো দুপুরের নিঃঝুম।

ভালো লাগে বৈকালী হাওয়াতে,
কোকিলের মুহু মুহু গান,
আরো ভালো চৈতালী ছাওয়াতে,
মালতীর কেঁপে ওঠা প্রাণ।
ভালো লাগে আপনার মাধুরী,
মনে মনে শুনি তার বাঁশুরী,
চাঁদ মোরে ডাকে হায়, ফুল বলে কাছে আয়,
'সাথী মোর বনের কুসুম।

(৫)

কাছে পেয়ে তোমারে হারাই,
মন কাঁদে হায় গো, মন কাঁদে হায়।
জানিনা পরাণ মম
আজি কি যে চা'য় গো, আজি কি যে চায়।
তুমি তো জ্বেলেছ দীপ—মোর চোখে আঁধি,
তোমারে যা দিতে বাধে তাই নিয়ে কাঁদি—
হৃদয়েরে কাছে পেয়ে
হিয়া যে হারায় গো, হিয়া যে হারায়।

হায়রে প্রেমিক তোর ভিখারীর ক্ষুধা,
মিটিল না তৃষা তোর কাছে পেয়ে সুধা,
নিজেরে না ভুলিলে কি—
ভালবাসা যায় গো, ভালবাসা যায়।
মরুতে ফোটাতে ফুল কেন এলে তুমি,
ফুলের কি দাম দেবে এই মরুভূমি,
জলেতে আঁকিলে ছবি
চকিতে মিলায় গো, চকিতে মিলায়।

(৬)

দুখ যাত্রীর ঘুচিবে রাত্রি টুটিবে তিমির অন্ধ,
ওরে দিশাহারা হবে নাকো হারা প্রাণের পুলক ছন্দ!
সুখ দুখ আসে আলোকে আঁধারে
কভু হাসি হয়ে কভু আঁখি ধারে,
পরাণের ধূপ না পোড়ালে হায়,
জাগিবে না তোর গন্ধ।

টুটিবে দ্বন্দ্ব পরমশান্তি আঁধারে মিলাবে স্পর্শ,
তোর নবজনমের উদয় শিখরে জাগিবে পরম হর্ষ।
আনন্দে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে
শুধাবে তোমার কুঞ্জে কুঞ্জে,
বসন্ত তোরে ধরা দেবে জানি, হিম ঋতু হবে অন্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড-এ মুদ্রিত ও এম, পি, প্রোডাকসন্সের পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিদুষী ভার্য্যা
2 ANNAS
INDIA
1949